দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৩

তারিখ 12 DEC 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

007

পরিসংখ্যান নয় ধারণাই তথ্যের ভিত্তি

আমাদের দেশে তথ্য সংগ্রহ ও সংকলিত করার বিষয়টি কতটা গুরুত্বসহকারে করা হয়, মাঝে-মধ্যে তার যে নমুনা পাওয়া যায় তা সত্যিই অবাক করার মত।

সরকারী দফতরে কাজকর্মের ধারাও এ থেকে অনুমান করা চলে।

পরিসংখ্যান বিজ্ঞান বলে একটি বিজ্ঞানের শাখা আছে। পাকিস্তান আমল থেকে এদেশে এই পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে মরহুম ডঃ কাজী মোতাহের হোসেনের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। আগে শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের এই শাখায় চর্চা হতো। ডঃ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ ছিলেন ওই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। ওখানে এটি রাশি বিজ্ঞান নামে পরিচিত। ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন ষ্ট্যাটিষ্টিকস-এর বাংলা প্রতিশব্দ পরিসংখ্যান ব্যবহার করেন। তাঁর দেয়া এই প্রতিশব্দটি আজ চালু আছে। পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞানিগণও মনে করেন ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন প্রদত্ত পরিভাষাটিই সর্বাংশে উপযুক্ত।

পরিসংখ্যান বিজ্ঞান সম্পর্কে একথা কয়টি এজন্যই এখানে উল্লেখ করা হল যে, বর্তমানে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তথা পরিকল্পনা প্রণয়নে সঠিক পরিসংখ্যানের ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। তাই বিজ্ঞানের এই শাখার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়ার অর্থই হল, পরিসংখ্যান তৈরীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনোযোগী হওয়ার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু পরিসংখ্যান তৈরীর ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক রীতিপদ্ধতি অনুসরণ অপেক্ষা অনুমানভিত্তিক তথ্যই কার্যতঃ প্রচলিত সকল কর্মকাণ্ডে।

অথচ এক্ষেত্রে কোনরূপ ফাঁকি, গোঁজামিল বা অবহেলা একটি দেশের অর্থনীতি তথা উন্নয়নের চিত্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দেয়া এবং ফলে পরিকল্পনা তৈরীতে ত্রুটি থাকতে বাধ্য।

এই পরিসংখ্যান দ্বারা ব্যাঙ্কের লেনদেন পরিস্থিতি, আমদানী রফতানীর চাহিদা, কৃষি কাজের ক্ষেত্রে কতটুকু করা উচিত এবং করা সম্ভব এবং কোন বাধা আছে কিনা, তাও নিরূপণ করা যায়। আবার কোন কারণে বিপর্যয় দেখা দিলে কৃষি উৎপাদনের পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় কিংবা কী দাঁড়াতে পারে তাও স্থির করা যায়।

এ কাজটি অফিসকক্ষে অর্থাৎ বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তেমন সমস্যা সৃষ্টি করে না। সামান্য মনোযোগী এবং প্রণালীবদ্ধ কাজই পরিসংখ্যান প্রণয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট। কিন্তু কৃষি জমির পরিমাণ, জমির উৎপাদিকাশক্তির তারতম্যের ভিত্তিতে একরপ্রতি ফলন এবং সম্ভাব্য ফলনের পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরজমিনে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের উদ্যোগী হতে হয়। এটা অফিসকক্ষে বসে ফাইলে নোট দিয়ে সম্পন্ন করার নয়।

এ ক্ষেত্রে দুর্বলতার ফলে সরকার কৃষি সংক্রান্ত যে সব তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং সংকলিত করে প্রকাশ করেন, দেশে কৃষকদের অবস্থাভেদে শ্রেণীবিন্যাস থেকে কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত সকল বিবরণেই ত্রুটি থেকে যায় কর্মকাণ্ডভিত্তিক।

বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক দল ও গণ-সংগঠন সরকারী জরিপের ভিত্তিতে এদের কৃষি ও কৃষকের অবস্থা সম্পর্কে নিজেদের অভিমত দেন এবং সরকারী কার্যক্রমের সমালোচনা করেন।

সবক্ষেত্রে তারা সরকারী জরিপের ওপর নির্ভর করেন তা নয়। দেশে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের হার কিংবা মাথাপ্রতি আয়--এনিয়ে বিভিন্ন সময়ে সরকারী ও বেসরকারী সেমিনার আলোচনা সভায় এই হারের ওঠানামা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে চোখে পড়ে।

এমনকি নগরায়ন প্রক্রিয়ায় শহরমুখী জনস্রোত কী হারে বাড়ছে তার পরিসংখ্যানও স্বচ্ছ নয়। যদিও এদিকে আজও কোন মহল তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। অথচ পৌরসভাগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিষয়টি জরুরী। নগরীর পথঘাট, পানি সমস্যা, শহর পরিচ্ছন্ন রাখার সমস্যা সবই আজকের দিনে পরিসংখ্যাননির্ভর।

কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই যে সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না--কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া।

এখনও এদেশের শিক্ষিত মহল পরিসংখ্যান-এর গুরুত্ব সম্পর্কে খুব সচেতন নন। তাই তথ্যগত কোন গরমিল দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের (সরকারী অথবা বেসরকারী) কেউ বিব্রত বোধ করেন না। যারা কথায় কথায় তথ্য হাজির করেন প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে তারাও এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না। কাজটা কোন মতে চলে গেলেই হয়। তা সরকারী দফতরেই হোক, কিংবা সরকারের কাজকর্ম সমালোচনা যারা করেন তারাও একই মানসিকতা নিয়ে চলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই হল। সে উদ্দেশ্য হল প্রচারণা চালানো। সরকার উন্নয়নের ফিরিস্তি দেন আর বিরোধী পক্ষ তা ঠিক নয় বলে সমালোচনা করেন। কোন পক্ষই সঠিক তথ্য দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জোরালো করার প্রয়োজন বোধ করেন না। তাই অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ভরসা বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট। কিন্তু তাঁরাও মুখ্যতঃ সরকারী পরিসংখ্যান ব্যবহার করেন কিছু সীমিত ক্ষেত্রে নিজস্ব উদ্যোগ জরিপ চালানো ছাড়া।

শুধু উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন, দেশে যখন পেটের পীড়া ছড়িয়ে পড়ে তখন সরকারী মৃত্যু ও বেসরকারী মৃত্যু সংখ্যার পার্থক্যের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যায়। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগেও এই নিয়ে জটিলতা আছে। অতীত অভিজ্ঞতা তাই বলে। বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

সম্প্রতি শেষোক্তটির ক্ষেত্রে সরকারী দুটি দফতরের পরিসংখ্যানের মধ্যে গরমিল সংক্রান্ত একটি খবর ছাপা হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষি বিভাগের সরকারী পরিচালক দফতরের প্রতিবেদনে অকাল বর্ষণে আমনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং মোট আমন জমির পরিমাণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ৭৭ হাজার ৬শ' ৪২ একরের আমন ফসল নষ্ট হয়েছে এবং আমন চাষ হয়েছে ১লাখ ৭৭ হাজার ৮শ' ২ একরে। বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের পরিচালক (মাঠ বিভাগ) স্বাক্ষরিত এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট দাখিলকৃত 'কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচী'তে দেখা যায় ঝিনাইদহ জেলায় আমন চাষ হয়েছে মোট ১ লাখ ৫৬ হাজার ৩শ' ৯০ একরে। আর ফসল নষ্ট হয়েছে মাত্র ৮ হাজার ৫শ' ৫০ একর জমির।

এবার আমন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮৫ লাখ টন। কিন্তু আমন চাষের জমির পরিমাণ নিয়ে শুধু ঝিনাইদহে সরকারের দুটি বিভাগের হিসেবে তারতম্য আছে এটা মনে করার কারণ নেই। ক্ষতির পরিমাণ প্রসঙ্গেও তাই। তাহলে লক্ষ্যমাত্রা কোন্ হিসেবের ভিত্তিতে ধরা হয়েছে এ প্রশ্ন যেমন থাকে, তেমনি ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রকৃত উৎপাদন কী দাঁড়াবে, তাও তো একটা বড় রকমের ধাঁধা। এর জবাব কোথা থেকে পাওয়া যাবে এবং কীভাবে জবাব দেয়া সম্ভব হবে। আর এ ধরনের হিসেবের গোলমাল তো কোন একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। তাহলে আমরা কোথায় আছি, কি করে বুঝবো?